সুধীর সেন (১৯১৬-১৯৯৩)

রিহাং নৃত্য

চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বুঝি নয়।
মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নয়;
তবুও সে দাঁড়ালো এসে আলো আলোকিত মঞ্চের ওপর।
বিলম্বিত লয়ে নৃত্যপর—
ডোরাকাটা শাড়ি তার শরীরে পেঁচানো
সাপের মতন,
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।

মাথার ওপরে তার আধ-ভরা জলের বোতল,
টিনের কুপিটি জ্বলে বসে সেই বোতলের চূড়ে,
দুই হাতে পেতলের থালি
ডাইনে ও বামে ঘোরে আঙুলের সহজ লীলায়
পতনের শঙ্কা করে জয়।

পিতলের কলসের ওপরে সে তুলে দুচরণ
সহসা দাঁড়ালো এসে মূর্তির মতন।
এক পদ পেছনের পুচ্ছ মেলে যায়
দুই হাত দুই দিকে দু'ডানা ছড়ায়
বিহঙ্গ মুদ্রায়।
দুই থালি ঘুরে আসে ফের
যার হাতে অনায়াসে, সে তো
একটি কিশোরী কন্যা
কী নাম জানিনে।

পাখির সংসারে

শেষ রাতে ঘুম ভাঙে প্রতিবেশী মোরগের ডাকে,
চালের ওপরে হাঁটে—থপ থপ, কা-কা সংলাপে মুখর।
আড়মোড়া ভেঙে উঠি। জলপাইরঙে হাসে ভোর—
কুয়াশার শাল গায়ে কে বাজায় সাতরঙা সুরের লহর।

খঞ্জন উঠোনে নাচে, ফড়িঙের পিছে ছোটে ডাহুক-মিথুন,
তিন টিয়ে আমের পাতায় মিশে ক্যাঁক ক্যাঁক নিজেরে জানায়,
চড়ুইয়ের টুই টুই, গাছে ফিঙে দোয়েলেরা, অজানা পাখিরা,
শালিকেরা ওড়ে-বসে, একধারে কাক-ফিঙে কলহ জমায়।

মাছরাঙা চুপচাপ মরা ডালে মাঝপুকুরের,
জলের কিনারে বক, চিল ওড়ে মেঘের ওপারে,
বাকুম বুকুম পায়রা জালালি ছাদের আলিসায়
—সমস্ত সকাল কাটে নানা দৃশ্যে পাখির সংসারে।

কাছাকাছি, তবুও জানে না, ওরা মানুষের সংসার জটিল
প্রতীকে ও চিত্রকল্পে নীড় বোনে, যদিও ছুঁড়েছে কেউ ঢিল।

ভালোবাসা

কোনারক মন্দিরের লীলারত শিল্পিত মিথুন—
চলো, দেখি—সমুদ্রের রূপ
রসুই ঘরের দিকে যেতে যেতে তুমি শুধু থেমে
রেখে গেলে শব্দ এক; না।

তাহলে এবার চলো নীলাচল পাহাড় চূড়ায়—
হারানো দিগন্ত নিই খুঁজে।
আমার চায়ের কাপে চিনির চামচ মৃদু নেড়ে
স্মিত হেসে বলেছিল; না।

কোজাগরী রাত্রি হাসে, এসো বসি ছাদের নির্জনে
পড়ে যাই নক্ষত্রের চিঠি।
নত চোখে, হাত রেখে আধবোনা উলের জাম্পারে
মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিলে; না।

সম্প্রতি ফিরেই ঘরে ফেলে দূর নিঃসঙ্গ প্রবাস
বললাম ঃ তুমিও অচেনা!
আকাশ সাগর তারা-ভরা দুই কালো চোখ মেলে
শোনালে আশ্চর্য সেই ঃ না।